অন্ধদের বিউটিপার্লার

সুদীপ বসু

ঐতিহ্য

ক বি তা সূ চি

ক্যামেরার চোখ দিয়ে ৯
তিস্তা কেবিন থেকে ১১
ট্রোঙো ১২
এই সফর, অন্ধকারে ১৩
ব্লাইণ্ড-স্কুলের চিঠি ১৫
৩২ বছর পর, বাবাকে ১৬
অ্যাক্রোব্যাট-৯৪ ২০
চুরি ২১
মৃত্যুর সবুজ চোখ ২৫
অন্ধদের বিউটিপার্লার ৩৭

Reality is alcoholic

ক্যামেরার চোখ দিয়ে

সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কগুলো যে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না, নাজনিন–
ওদিকে বহুদিন পর সূর্য উঠেছে আবার
জ্বলন্ত একটা লোহার সিন্দুকের মতো–
আর নিচে, পৃথিবীতে
বয়ে যাচ্ছে নদী
বয়ে যাচ্ছে বড়লোকের মেয়েরা
বয়ে যাচ্ছে টেনিস খেলার শব্দ
আর বাতিল হারমোনিয়ামের পিছনে লুকিয়ে
আমরা প্রস্তুত করছি যে যার নিজস্ব লগবুক–
কালো একটা ডটপেন থেকে প্রায় ঝাঁপিয়ে নামছে
কালো রক্তের মতো কবিতা

আর পাউডার হাতে ছুটে আসছে ক্যামেরাম্যান
লাইফ-সাইজের চেয়েও বড় আমার একটা ছবি তুলতে
চায় সে
আর আমি বাধা দিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ
পাউডার মাখাতে এলে আমি অপমানে অন্য কোনো গ্রহে
চলে যাব
জবরদস্তি করলে আমি অন্য কোনো গ্রহে
চলে যাব
সেখানকার অলৌকিক ক্যামেরা থেকে নিমেষেই
বেরিয়ে আসবে আমার কালো ফটোগ্রাফ

পৃথিবীতে এসে কয়েকটা ব্যাপার আমি সহজেই
ধ'রে ফেলেছি, নাজনিন :

১. যারা কালো রঙের মানুষ তাদের ছবিও উঠবে কালো রঙের
২. সেমিনারের মতো ভারি বিষয়গুলোতে জোকারদের কোনো ভূমিকা থাকবে না কখনো
৩. যারা পৃথিবীতে কেবল বেড়াতে এসেছে তারা গবেষণা করবে না কোনোদিন।

তিস্তা কেবিন থেকে

ওড়ো হে সামান্য পর্দা
ভাড়া কেবিনের পাশে ওড়ো

চোখের মাংস আর ঠোঁটের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে
যত মিথ্যে ছুটে আসে আজ
তারো চেয়ে মিথ্যে কোনও ২১-শতকে
তোমার ও মুখ আমি
গোপন গ্লোবের মতো তুলে রাখি জ্যোগরাফি ঘরে।

খুঁজি নির্জনতা, খুঁজি
একা বেঁচে থাকার সাহস।
কে তুমি শহর থেকে
কে তুমি গ্রামের থেকে
কথা বলো?

এত কথা বলো?

ট্রোণ্ডো

কে যেন চিৎকার ক'রে উঠল, 'ট্রোণ্ডো... ট্রোণ্ডো'...

কে ট্রোণ্ডো? তার তো কোনো মুখ মনে পড়ে না
মাস্তুলের করুণ আলোয় সে দেখেছিল
একজন বুড়ো নাবিক ডিসেম্বরের ফুল গুঁজে দিচ্ছে
মেয়েটির চুলে
আর নারাজ মেয়েটিকে ফিসফিস করে জানাচ্ছে
ভালোবাসা
আর মেয়েটি চিৎকার করে ডাকছে
'ট্রোণ্ডো... ট্রোণ্ডো...'

কিন্তু কে ট্রোণ্ডো? তার তো কোনো মুখ মনে পড়ে না

এতদিন খড়ের গাদায় মুখ ডুবিয়ে সে ঘুমিয়ে এসেছে–
এতদিন ময়লা একা টুপিকে সে জেনে এসেছে
জীবনের ডাকনাম ব'লে–
টুপির ফাঁকফোকর থেকে উঁকি মারত
জামরুল বাগান
টুপির অনেক নিচে
শীতকাল।

এই সফর, অন্ধকারে

কে যে কীসে বিশ্বাস করে তা এক দারুণ রহস্য

একজন লোক ২৭ বছর ধ'রে বিশ্বাস করে না
তার নিজের হাতকে
যে মেয়েটি মাঝরাতে স্বপ্ন দেখত' চোরের
আর বাকিরাত ঘুমোতে পারত না
ট্যাক্সির ভেতর থেকে ভেসে আসছে তার চিৎকার,
'বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস করি না
আজ থেকে আমার একটা পা কাঠের...'
একজন পুরুষ কোনোদিন বুঝতে পারে না
তার বিবাহরাত্রির শাদা চাদরে, অন্ধকারে,
জেগে থাকে যে রঙ
সে কি রক্ত না মারকিওক্রোম!
যারা সমকামী, যারা ঘুমের ভেতরে হাঁটে,
জেলখানার আয়নায় যারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে তাদের ব্রণ
তারা কিছুতেই বিশ্বাস করে না একে অপরের গান
প্রতিটি হত্যার আগে রুমালের মতো কেঁপে ওঠে
যে আততায়ীর আঙুল
সে কি বিশ্বাস করে পরজন্ম?

তবু এই ভুল বোঝাবুঝি, এই যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জন্ম
এই যে অন্ধকার সফর এই গ্রহে
একদিন সব হঠাৎ থেমে যাবে মধ্যরাতে ।
আর ঠিক তখনই শুরু হবে আমাদের ফিরে যাবার গান

সম্রাট নাশদাক তাঁর কাচের পৃথিবী থেকে
অভিনন্দন জানাবেন আমাদের সেদিন ।

ব্লাইণ্ড-স্কুলের চিঠি

থেরন, তোমার ওই অলৌকিক রাডার
আজ কী খবর এনেছে আমাদের জন্যে?
২০০ বছর ধ'রে সে তো জান দিয়ে পাহারা দিচ্ছে
তোমার আকাশ–
থেরন, আমাদের দুঃখকষ্টগুলো আজ ব্রণর মতো
ঘুমিয়ে পড়েছে রক্তের ভেতর
বিষণ্ণতা একটা রাগি বাদুড়ের মতো
তাড়া ক'রে ফিরছে আমাদের সোনালি জুতো
আমাদের প্রত্যেকের কব্জিতে আমরা খুঁজে পেয়েছি
৭০০ বছরের জং।
আর যারা বিষমাখা হাতে 'আনি মানি জানি না'
বলতে বলতে
ঘুরে ঘুরে
ছুঁয়ে দিচ্ছে আমাদের ঘুম
বিবাহরাত্রিতে উপহার দিচ্ছে সিফিলিসের চেয়েও জঘন্য
একটা হেমন্তকাল...

থেরন, তোমার জাদুকলেজের অতিথিশালায়
তুমি সংগ্রহ ক'রে রাখো তাদের রক্ত,
তাদের বিষাক্ত পুঁজ,
আর তাদের পৃথিবীজয়ের সেইসব পুরনো পাগলামি।

৩২ বছর পর, বাবাকে

এক

যুদ্ধের পর ফিরে এসে আপনি প্রশ্ন করেছিলেন
আমরা কে কেমন আছি
পর্দার ওপার থেকে আমি লক্ষ্য করছিলাম
আপনার সঙ্গের মহিলাকে–
আপনার ছেড়ে যাওয়া মোকাসিনোর ভেতর পায়ের পাতার মতো
বেড়ে উঠছিল আমাদের সংসার
সোডা, সাবান আর লিনোলিয়মের আড়ালে
ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল মা–
দিদি তখন উনিশ, দিদি ভয় পেত অন্ধকার,
কেরোসিনের গন্ধ
আরও বেশি ভয় পেত আপনাকে–

কারা লিপস্টিক খোঁজে মাঝরাতে আর স্লিপিং-পিল,
স্লিপিং-পিলের জন্যে হন্যে হ'য়ে যায় সারাজীবন
আপনি ভালো ক'রেই জানেন–
মুখে বসন্তের দাগ, টিউশনি বাড়ির হারমোনিয়ামে
কাদের ভালো লাগে রবীন্দ্রসংগীত
আপনি ভালো করেই জানেন–

আপনার ছবির সামনে সারাদিন খুব ধুলো ওড়ে, কাঠগুঁড়ো ওড়ে,
চোখ চাইতে কষ্ট হয় খু-উ-ব
খাবার টেবিলে রাখা ফল কাটবার ছুরি ঘেন্নায়
বেঁকে যায় আজো–

আপনাকে আমি মেরেই ফেলতাম এতদিনে, যদি এই আঙুল,
এই আঙুল না বারণ করত বার বার
কী বিচ্ছিরিভাবে বেঁচে আছেন আপনি, একদিন আরও বিচ্ছিরিভাবে
মরে যাবেন ব'লে।

দুই

সেগুন কাঠের সামান্য বাড়ি, তাতে বাবা আর আমি
গোটা বাড়িটা একটা জঙ্গল, আমরা ২ জন শিকারি
টেবিলে, ঘষা কাচের ওপারে ফ্যামিলি অ্যালবাম
তা থেকে সযত্নে ছেঁটে বাদ দেওয়া মায়ের ফটোগ্রাফ

ছেলেবেলার স্মৃতি বলতে একজন ছেড়ে যাচ্ছে আরেকজনের হাত
৩২ বছর ধরে বিশ্বাসঘাতক লুকিয়ে আছে
গানের ভেতরে

মৃত্যুর আগে কোনো এক দর্জির নোংরা বিছানায়
শেষবার জেগে উঠেছিল মা
সেখানকার গলিগুলো ছিল সরু আর শান্ত
সেখানে দিনের সাথে অনবরত বেইমানি করত রাত....

শহরে শীতকাল; আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের
এই রেষারেষি
একদিন শোবার ঘর পাচার করেছিল এই অসুখ
বাবার শরীরে
রান্নাঘরে আজ পিস্তলের ভেতরে অন্ধকার–

সেগুন কাঠের শুনশান বাড়ি, তাতে শুধু বাবা আর আমি
বাড়িটা মস্ত এক জঙ্গল, আমরা মাত্র ২ জন শিকারি ...

তিন

‘ভালোবাসলে ৪০-টা রুমাল রেখে যেও আমার দরজায়
আর রঙিন পোস্টকার্ড বেঁধে দিও
জন্মদিনের গাছে গাছে’।
আপনি চিঠি লিখতেন মাকে
মা কিছু লিখত না
কেবল চিঠি পেলে থেমে যেত টেলিভিশন
জরায়ুর ভেতর বেজে উঠত ইস্কুল ছুটির আনন্দ।

বাবা, আপনি সরিয়ে নিন সরিয়ে নিন
মায়ের ফটোগ্রাফ
যা আজ ঘেন্নায় নিগ্রো কাঁধের চেয়ে কালো।

শুনুন:
গোটা বিছানায় আপনি ছড়িয়ে রেখেছেন যৌন ইয়ার্কি
আমি তবে কার পাশে শোবো?